রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৯ সনের ৩৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৯

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৭৫—৪৮২
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০১৭—১০৩৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৭৯৯—২৮৯৪
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) .....কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) .....তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....তারিখে সমাপ্ত বাৎসরিক মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৯ শ্রাবণ ১৪২৬/২৪ জুলাই ২০১৯

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১০**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোহাম্মদ মাসুদুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)(রিজার্ভ) গণপূর্ত অধিদপ্তর কে (সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১১**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ তাহাজ্জুদ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), চুয়াডাঙ্গা গণপূর্ত বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনা) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১২**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোস্তফা কামাল, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৩**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব আহম্মেদ সাজ্জাদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম)(চলতি দায়িত্ব), ই/এম প্ল্যানিং-৩, পূর্ত ভবন (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনা) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৪**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ তারেক, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৫**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ রুবেল হোসাইন, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৬**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৭**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ ফজলে হক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৮**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব সুমন কুমার নন্দী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৯**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত উপ বিভাগ-১, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১২০**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ জাহিদুল কবীর, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত উপ বিভাগ-২, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১২১**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ শাহীন উদ্দিন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত উপ বিভাগ-২, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১২২**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ আবু সাঈদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত (ই/এম) উপ বিভাগ, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১২৩**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত (ই/এম) উপ- বিভাগ, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১২৪**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে জনাব মোঃ রওশন আলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), পাবনা গণপূর্ত উপ বিভাগ-১, পাবনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১২৫**—রূপপুর গ্রীণ সিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে পিপিআর এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে দরপত্র আহবানের পূর্বেই মালামাল গ্রহণের গুরুতর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় জনাব এ. কে. এম. জিল্লুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল) (চলতি দায়িত্ব)(রিজার্ভ) গণপূর্ত অধিদপ্তরকে (সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহী) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২ মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বস্ত্র সেল (বস্ত্র-৩)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৭ আষাঢ় ১৪২৬/১১ জুলাই ২০১৯

নং **২৬.০০.০০০০.১৫৩.২২.০১০.১৮-৫৬**—"তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান নীতিমালা, ২০১৯"-এর ৫.৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক 'প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা কমিটি' নিম্নরূপভাবে গঠন করা হইল :

আহবায়ক

মহাপরিচালক ও সিএমসি প্রধান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সদস্যবৃন্দ

প্রতিনিধি, বস্ত্র সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রতিনিধি, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রতিনিধি, বস্ত্র অধিদপ্তর

প্রতিনিধি, বেপজা

প্রতিনিধি, বিজিএমইএ

প্রতিনিধি, বিকেএমইএ

সদস্য-সচিব

উপপরিচালক (সিএমসি), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা

২.০ কমিটির কর্মপরিধি :

১. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা ;

২. প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বাছাই সংক্রান্ত কাজ, প্রশিক্ষণার্থী শ্রমিক/কর্মচারী নির্বাচনপূর্বক নিবন্ধন প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৩. নিবন্ধিত শ্রমিকরা কে কোন্ সময় কোন্ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে প্রস্তুতকৃত তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ ;

৪. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়নকৃত মডিউল সংশোধন/ সংযোজন এবং অনুমোদন করবে ;

৫. সরকার প্রদত্ত তহবিল ব্যবহারপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পর্কে উপযুক্ত সময়ে পত্র-পত্রিকায় ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় পর্যাপ্ত প্রচার ;

৬. প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন কাজ পর্যালোচনার জন্য কমিটি প্রতি দুই মাসে ন্যূনতম একটি সভা করবে। তবে, প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহবান করতে পারবে ;

৭. প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিকে কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩.০ এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৬.০০.০০০০.১৫৩.২২.০১০.১৮-৫৭**—"তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান নীতিমালা, ২০১৯"-এর ৫.২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রশিক্ষণ নীতিমালা বাস্তবায়ন ও তহবিল পরিচালনা কমিটি' নিম্নরূপভাবে গঠন করা হইল :

আহবায়ক

অনুবিভাগ প্রধান, রপ্তানি অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

মহাপরিচালক (বস্ত্র) ও সিএমসি প্রধান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বস্ত্র সেল প্রধান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা সেল প্রধান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সংশ্লিষ্ট বাজেট শাখার কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সহকারী প্রধান (বস্ত্র-১), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

উপ-পরিচালক (সিএমসি), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সদস্য-সচিব

সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (বস্ত্র-৩), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২.০ কমিটির কার্যপরিধি :

১. তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধানের উপর প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ;

২. প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান ;

৩. তহবিল পরিচালনা (মেয়াদি, স্থায়ী আমানত হিসাব এবং চলতি হিসাব খোলার অনুমতি প্রদান ও পরিচালনা ইত্যাদি ;

৪. তহবিল হতে অর্থ ব্যয়ের খাত সৃজন, ব্যয় অনুমোদন এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়/ভাতা প্রদান অনুমোদন ;

৫. প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর জন্য নগদ পরিশোধ ও অগ্রিম উত্তোলনে অনুমোদন ; এবং

৬. প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করবে।

৩.০ এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোছাঃ শামীমা আকতার
সহকারী প্রধান

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(সংস্থা-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ আষাঢ় ১৪২৬/১৪ জুলাই ২০১৯

নং **৫৬.০০.০০০০.০১৯.৩৮.০২৮.১৬-১০৯**—জেলা পর্যায়ে 'আইসিটি'র বিকাশ ও উন্নয়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আইসিটি বিষয়ক জেলা কমিটি/ফোরাম গঠন করা হল :

উপদেষ্টা

মাননীয় মন্ত্রী/মাননীয় সংসদ সদস্য

সভাপতি

০১। জেলা প্রশাসক

সদস্যবৃন্দ

০২। পুলিশ সুপার

০৩। সিভিল সার্জন

০৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ

০৫। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার

০৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)

০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ

০৮। উপপরিচালক (কৃষি)

০৯। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা

১০। উপপরিচালক (সমাজ সেবা)

১১। জেলা সদরের বৃহৎ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এর প্রতিনিধি

১২। সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ এর প্রতিনিধি

১৩। জেলা শিক্ষা অফিসার

১৪। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় বিভাগীয় প্রধান

১৫। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

১৬। জেলার কারিগরি/ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট এর অধ্যক্ষ

১৭। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার

১৮। আইসিটি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধি ০৫ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনিত)

সদস্য-সচিব

১৯। প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

কমিটির কার্যপরিধি :

ক. কমিটি আইসিটি'র বিস্তার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও সহায়তা করবে ;

খ. ডিজিটাল বাংলাদেশ/আইসিটি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জনগণ এবং স্কুল-কলেজের আইসিটি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ/দিক নির্দেশনা প্রদান করবে ;

গ. কমিটি ডিজিটাল বাংলাদেশ/আইসিটি'র উন্নয়নের জন্য উপজেলা কমিটিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/সহায়তা করবে;

ঘ. কমিটি প্রয়োজন মোতাবেক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাইনুল হক ভূঁইয়া
উপসচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ আষাঢ় ১৪২৬/১৪ জুলাই ২০১৯

নং **৫৬.০০.০০০০.০১৯.৩৮.০২৮.১৬-১১০**—উপজেলা পর্যায়ে 'আইসিটি'র বিকাশ ও উন্নয়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে আইসিটি বিষয়ক উপজেলা কমিটি/ফোরাম গঠন করা হল :

উপদেষ্টাবৃন্দ

মাননীয় সংসদ সদস্য

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

সভাপতি

০১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার

সদস্যবৃন্দ

০২। সহকারী কমিশনার (ভূমি)

০৩। সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এর প্রতিনিধি

০৪। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার

০৫। উপজেলা কৃষি অফিসার

০৬। উপজেলা মৎস্য অফিসার

০৭। অফিসার ইন চার্জ (সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশন)

০৮। উপজেলা প্রকৌশলী

০৯। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

১০। বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এর ০১ জন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনিত)

১১। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার

১২। উপজেলা শিক্ষা অফিসার

১৩। উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার

১৪। বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (সভাপতি কর্তৃক মনোনিত)

১৫। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় প্রতিনিধি

১৬। আইসিটি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধি ০১ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনিত)

সদস্য-সচিব

১৭। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

কমিটির কার্যপরিধি :

ক. কমিটি আইসিটি'র বিস্তার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও সহায়তা করবে ;

খ. ডিজিটাল বাংলাদেশ/আইসিটি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জনগণ এবং স্কুল-কলেজের আইসিটি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ/দিক নির্দেশনা প্রদান করবে ;

গ. কমিটি প্রয়োজন মোতাবেক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাইনুল হক ভূঁইয়া
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ শ্রাবণ ১৪২৬/২২ জুলাই ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৫.১৮-৯৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ শাহীনুর কবির, সহকারী পুলিশ সুপার, সিপিসি-২, নীলফামারী ক্যাম্প, র‍্যাব-১৩, রংপুর এর বিরুদ্ধে সোর্সকে ব্যক্তিগত অর্থ প্রদানে অসত্য তথ্য প্রদান, নিজে জানা সত্ত্বেও র‍্যাবের সোর্সকে অবৈধ জুয়ার আসর হতে চাঁদা উত্তোলনে বাধা প্রদান না করা, উক্ত অবৈধ চাঁদা হতে বিভিন্ন সোর্সের নিকট হতে বিধি বহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ করা, সোর্স কর্তৃক বিকাশের মাধ্যমে অনৈতিকভাবে তার স্ত্রীর নিকট অর্থ প্রেরণ করা, তার স্ত্রীর বিকাশ নম্বরে প্রেরিত অর্থের উৎস সম্পর্কে নিজের ও তার স্ত্রীর উভয়ের অযৌক্তিক যুক্তি ও অজ্ঞতা প্রকাশ করা, অপর এক সোর্সের নিকট হতে উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনের বিষয়ে যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ২২-১১-২০১৮ তারিখের ৪৪.০০.০০০০. ০৫৮. ২৭.০৩৫.১৮-১০৮ নং স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ১০-১২-২০১৮ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন ;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ৩০-০৪-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, র‍্যাব-১৩ এর অধীনে নীলফামারী ক্যাম্পে কর্মরত থাকাকালে ক্যাম্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সোর্সমানি সম্পূর্ণ বিতরণ ও খরচ হওয়ায় নিয়মসিদ্ধ রেওয়াজ অনুযায়ী সোর্স শহীদকে ৩ দফায় ৫২ হাজার টাকা ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করেন। পরবর্তীতে সোর্স কাজ করতে না পারায় ৩০ হাজার টাকা তার হাতে এবং ১২ হাজার টাকা তার স্ত্রীর বিকাশ নম্বরে ফেরত প্রদান করেন। অবশিষ্ট ১০ হাজার টাকা সোর্স শহীদ এখনও পরিশোধ করেন নি। এছাড়া গত ০৬-০৮-২০১৭ তারিখে নীলফামারী র‍্যাব ক্যাম্পের কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব আবুল কাশেম পিস্তল উদ্ধারের নিমিত্ত একটি পুরাতন oppo মোবাইল ফোন সেট (মোবাইল ফোনটিতে থাকা তথ্যাদি অনুসন্ধান ও ট্রাকিং এর নিমিত্ত) তার নিকট হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে গত ১২-০৯-২০১৭ তারিখে তাকে র‍্যাব সদর দপ্তরে সংযুক্ত করায় তার স্ত্রী গত ২৪-১০-২০১৭ তারিখে নীলফামারী ক্যাম্প অফিসে মোবাইল ফোনটি জমা দেন মর্মে জানিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, সরকার পক্ষের মামলা উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার বক্তব্য, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহীনুর কবির বিধিবহির্ভূতভাবে সোর্সকে ব্যক্তিগত অর্থ প্রদান করেছেন। তিনি সোর্স কর্তৃক বিকাশের মাধ্যমে অনৈতিকভাবে তার স্ত্রীর নিকট অর্থ প্রেরণ করিয়েছেন এবং তার স্ত্রীর বিকাশ নম্বরে প্রেরিত অর্থের উৎস সম্পর্কে নিজের ও তার স্ত্রীর অযৌক্তিক যুক্তি উপস্থাপন করে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনের বিষয়ে যথাযথ আইনানুগপ্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নিজের কাছে রেখে দিয়ে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ" এর অপরাধ করেছেন। ঘটনার ধারাবাহিকতা ও উপস্থাপিত তথ্য প্রমাণে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

০৪। সেহেতু, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোঃ শাহীনুর কবিরকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে নবীন কর্মকর্তা হিসেবে তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৬ আষাঢ় ১৪২৬/১০ জুলাই ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১০.১৯-৫৬১**—বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার মামলা নং-১৯, তারিখ : ২৩-১২-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : ২৭ আষাঢ় ১৪২৬/১১ জুলাই ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৪.১৮-৫৭৫**—ঢাকা জেলার কলাবাগান থানার মামলা নং-০৮(০৪)১৬-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করতঃ গুরুতর জখম এবং কুপিয়ে হত্যা করার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৪.১৮-৫৭৬**—গাজীপুর জেলার টঙ্গী পশ্চিম থানার মামলা নং-১০, তারিখ : ০৭-০৩-২০১৭ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি ও পুলিশকে হত্যা করে মৃতদণ্ড প্রাপ্ত আসামী মুফতি হান্নানসহ অন্যান্য আসামীদের ছিনিয়ে নেয়ার নিমিত্তে বোমা নিক্ষেপ, আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন ও নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শরীফুল আলম তানভীর
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

জেন্ডার এনজিও অ্যান্ড স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন ইউনিট

পরিপত্র

তারিখ : ০৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৫.০৫.০০০০.০১০.৩৬.০০২.১৯.২৮৮**—নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সরকার নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রতিকার ও প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ। এ লক্ষ্যে "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০" এর ৩২ নং ধারা, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ এর ৪৩ (২) নং উপ-ধারা, ও এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ এর ২৯ নং ধারায় নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও মেডিকেল পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের রীট পিটিশন নং-৫৫৪১/২০১৫ এর ১৮ ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ এর রায় এবং রীট পিটিশন নং-১০৬৬৩/২০১৩ এর ১২ ই এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিঃ এর রায়ে মহামান্য আদালত সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুসরণের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারি করা হলো :

ক) পুলিশ রেফারেন্স ছাড়াও ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার কোন নারী ও শিশু যে কোন সরকারি অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত বেসরকারী হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসক তাকে যথানিয়মে পরীক্ষা করবেন এবং অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি নিকটস্থ থানাকে অবহিত করবেন। পরবর্তীতে মেডিকেল সার্টিফিকেটের এক কপি নির্যাতিতকে, এক কপি আইনী প্রয়োজনে কোর্ট/পুলিশকে প্রদান করবেন এবং এক কপি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করবেন।

খ) স্থানীয় পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভায় হাসপাতাল ব্যবস্থাপক ও সিভিল সার্জন নিয়মিত যোগদান করবেন, চিকিৎসা/মেডিকেল সনদপত্র বিষয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা নেবেন, নির্যাতিতের অনুকূলে সেবা প্রদানের মাসিক তথ্য প্রতিবেদন জেন্ডার এনজিও অ্যান্ড স্কেটহোল্ডার পার্টিসিপেশন (জিএনএসপি) ইউনিট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করবেন।

গ) ধর্ষণ অথবা যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রাসায়নিক/ডিএনএ পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার প্রয়োজনে পুলিশের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

ঘ) ধর্ষণের ক্ষেত্রে Two finger test-করা যাবে না।

ঙ) শিশু ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে স্পেকুলাম পরীক্ষা অত্যাবশ্যকীয় নয় বিবেচনা করতে হবে।

চ) সকল ক্ষেত্রে নির্যাতিতের গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

ছ) মেডিকেল সার্টিফিকেটে অবমাননাকর "যৌন কাজে অভ্যস্ত (habituated to sexual intercourse)" এরূপ শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

২। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধে স্বাস্থ্যখাতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা ও মেডিকোলিগ্যাল সেবা দেয়া হচ্ছে। সেবা প্রদানে উপর্যুক্ত বিষয়াবলির প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৩। বর্ণিত সেবাপ্রদান কার্যকরী করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এবং সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন নির্দেশিত "Health Sector Response to GBV Survivors: Protocal for Health Care Providers" শীর্ষক গাইড লাইন যথাযথভাবে অনুসরণ এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ও মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষার নির্দিষ্ট ফরমেট ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হ'ল।

৪। নির্যাতিতদের অনুকূলে সেবা প্রদানের ডাটা দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে MIS, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের DHIS2-তে সন্নিবেশিত করতে হবে।

৫। বর্ণিত পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৪ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৯ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০০৮.১৫ (অংশ-১)-২৬৫—State Aequisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	দক্ষিণ চরখালী	৮২	৯৩৭	গলাচিপা	পটুয়াখালী
২	চালিতাবনিয়া	৮৯	৭৯৪	গলাচিপা (বর্তমানে রাঙ্গাবালী)	পটুয়াখালী
৩	বড় বাইশদিয়া	১০৬	২৮০	গলাচিপা (বর্তমানে রাঙ্গাবালী)	পটুয়াখালী
৪	গঙ্গীপাড়া	১১২	৫৫৯	গলাচিপা (বর্তমানে রাঙ্গাবালী)	পটুয়াখালী
৫	ধূলিয়া	৫২	৩৯৬	বাউফল	পটুয়াখালী
৬	চর বাসুদেবপাশা	৫৪	১৩১	বাউফল	পটুয়াখালী
৭	চর রায় সাহেব	৭১	৪৮৬	বাউফল	পটুয়াখালী
৮	নতুন চর বাসুদেবপাশা	১৪৫	১৮৮	বাউফল	পটুয়াখালী
৯	লেমুপাড়া	৪৪	৯৬০	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
১০	ছোটবগী	৩৬	১১২৬	আমতলী	বরগুনা
১১	উত্তর চর ডাকাতিয়া	৬৪	৩৯১	মলাদী	বরিশাল
১২	দক্ষিণ চর ডাকাতিয়া	৬৭	৪৪৫	মুলাদী	বরিশাল
১৩	চর লক্ষীবর্দ্ধন	১১৯	৩৪৪	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল
১৪	গোবিন্দপুর	১২২	৯৯০	বাকেরগঞ্জ	বরিশাল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.৫৩.০৫৩.২০১৫-৬১২—যেহেতু, কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব জাহাংঙ্গীর আলম কক্সবাজার ১নং স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের মামলা নং-১৫৮/২০১৭ (জি.আর নং-১২৩/২০১৭; পেকুয়া থানার মামলা নং-০৪, তারিখ ১৩-০৮-২০১৭ হতে উদ্ভূত) এ গত ০৯-০৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে The Arms Act, 1878 এর 19(A) এবং 19(F) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যথাক্রমে ১৪ (চৌদ্দ) বছর এবং ০৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন; এবং

যেহেতু, তিনি এ আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারী আপীল মামলা নং ৫৪৪৬/২০১৯ দায়ের করেন এবং উক্ত আপীল মামলায় মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ তার সাজার আদেশ স্থগিত না করে ০৬ মাসের জামিন মঞ্জুর করেন; এবং

যেহেতু, সুপ্রিম কোর্টের সিএমপি নং-৬৩৪/২০১৯ মামলায় বিগত ২৩-০৫-২০১৯ তারিখের আদেশে উক্ত জামিন আদেশ স্থগিত করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ এর ধারা ৮(২)(ঘ) অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন এবং একই আইনের ১৩(১)(খ) বিধানমতে তিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণযোগ্য; এবং

যেহেতু, তার এ পদে বহাল থেকে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করা রাষ্ট্র বা পরিষদের স্বার্থের হানিকর;

সেহেতু, সরকার জনস্বার্থে তাকে তার স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩ ধারা অনুসারে কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব জাহাংঙ্গীর আলম-কে পেকুয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণপূর্বক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব।